

সম্পাদকীয়

অব্যাহত বিদ্যুৎ-জ্বালানি সংকট, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার মত অবস্থা তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে দিগন্তে আলোর ঝলকানির মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। একদিকে সরকারের ১১ দলীয় শরীকরা, এমনকি আওয়ামী লীগেরও কোন কোন নেতা সরকারের অপকর্মগুলোর বিরুদ্ধে ও জনদুর্ভোগ নিরসনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ডা. সেলিনা হায়াত আইভির প্রত্যাশিত বিজয়ে গোটা দেশ যেন নড়েচড়ে উঠেছে। আইভি প্রমাণ করে দিয়েছেন, কালো টাকা ও পেশি শক্তি- যা প্রধান দলগুলোর কাছে গত কয়েক দশক ধরে যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রধান মাপকাঠি হয়ে গেছে- ছাড়া শুধু জনতার শক্তি দিয়েই নির্বাচনে জেতা যায়; এমনকি এজন্য জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে সূড়সুড়ি দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। যেখানে অপর প্রধান দু'প্রার্থীর একজন আলাহর নাম নিতে নিতে সারাক্ষণ মুখে খই ফুটিয়েছেন এবং অপরজন নিজেকে পরহেজগার বান্দা প্রমাণে কপালের 'তিলক' প্রদর্শনের স্বার্থে টুপি পর্যন্ত ফেলে দিয়েছেন, সেখানে আইভি ছিলেন খুবই সংযত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তিনি করমর্দন করেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন, জনগণের হৃদয়ে ঢুকতে পারলে শরীয়ত-মারফত কোন বাধা হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। আমরা চাই কালো টাকা, পেশি শক্তি ও ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইভির লড়াই দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক, রাজনীতিকে তার মূল ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনুক।

ডা. আইভির এ উত্থান এমন একটা সময়ে ঘটেছে যখন দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা, বিশেষ করে যৌন হয়রানি, মহামারির রূপ নিয়েছে। নানা ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়ে কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে গত তিন বছরে কয়েক ডজন কিশোরী-তরুণী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। অপরাধীরা এমনকি এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদেরও রেহাই দিচ্ছে না। উদ্বেগজনক বিষয় হল, নিয়মিত মোবাইল কোর্ট বসিয়েও এসব অপরাধীদের রোখা যাচ্ছেনা। গলদটা হয় এ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের মধ্যে অথবা এসবের দুর্বল প্রয়োগের মধ্যে। যেটাই হোক, এসব অপরাধ রুখতে হলে সরকারের পাশাপাশি সচেতন সমাজকেও আরও সক্রিয় হতে হবে। এর অংশ হিসেবেই আমরা মুক্তাশ্বেষার এ সংখ্যাটিকে 'নারী অধিকার' সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

যুদ্ধাপরাধের বিচার বিএনপি-জামাত জোটের অপতৎপরতা সচেতন সকল মহলকেই উদ্দিগ্ন করেছে। খবরে প্রকাশ, জামাত এ বিচার বন্ধের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরিসরে লাখ লাখ ডলার ব্যয়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান শুরু করেছে, বিশেষ করে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করার মানসে তদবিরকারী (লবিয়িস্ট) নিয়োগ করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এসবের বিপরীতে সরকারের কর্মকাণ্ড খুব জোরালো বলে মনে হচ্ছে না। উপরন্তু, সরকারের মন্ত্রী-পাতিমন্ত্রীরা প্রতিদিন এ বিচার নিয়ে যেসব কথাবার্তা বলছেন তাতে ট্রাইবুনাল সম্পর্কে জনমনে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অস্বীকার করা যাবে না, এসব অব্যাহত থাকলে তা একসময় বিচার কাজ ভুগলে যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের সহযোগীদের উপর্যুক্ত চক্রান্তকে শক্তি যোগাতে পারে। তবে সুখের কথা, ইতিমধ্যে দু'জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে; তাদের অপরাধনামা ট্রাইবুনালে উত্থাপিত হয়েছে।

এদিকে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ একটি সংবিধান পুনঃস্থাপনে শেখ হাসিনা সরকারের চরম ব্যর্থতা এবং মুসলিম মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে তাদের অসহায় আত্মসমর্পণের মতো বিষয়গুলো আমাদেরকে ভীষণভাবে উদ্দিগ্ন করে তুলেছে। ভবিষ্যতে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হতে পারে; আর এর সিংহভাগ অবশ্যই সরকারকে বহন করতে হবে।

এ সংখ্যা যখন ছাপার জন্য প্রেসে যাচ্ছে তখনই খবর এল জাতীয় অধ্যাপক ও প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী কবীর চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেছেন। মুক্তাশ্বেষার সুহৃদ মুক্তমনা এ মানুষটির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।